প্রশ্নোত্তর

দ্বীন ও শরীয়ত বিষয়ক বিভিন্ন জিজ্ঞাসার জবাব

আল্লামা মুফ্‌তী সৈয়দ মুহাম্মদ অছিয়র রহমান

✍ **মুহাম্মদ মহিউদ্দীন আদনান**
দেওয়ান হাট, ডবলমুরিং থানা, চট্টগ্রাম।

প্রশ্ন: হযরত খিজির নবী না অলী, কেউ কেউ নবী বলেছেন, আর কেউ কেউ অলী বলেছেন, তাঁর আসল পরিচয় কি? তাঁর প্রকৃত নাম কি। অনেক মুরব্বীদেরকে খাজা খিজিরের ফাতেহা করতে দেখা যায়। দয়া করে সঠিকভাবে জানানোর জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ রইল।

উত্তর: ইমামগণের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্টের মতামত হচ্ছে (তিনি) হযরত খিজির আলায়হিস্ সালাম আল্লাহ্ তা'আলার একজন নবী। তিনি এখনো জীবিত আছেন এবং সাগরের তথা জলভাগের নিয়ন্ত্রণ তাঁর দায়িত্ব। এমনিতে প্রত্যেক নবী-রাসূল ইন্তিকালের পর আপন আপন রওজা শরীফে আল্লাহর প্রদত্ত বিশেষ ক্ষমতা বলে স্বশরীরে জীবিত। তবে চারজন নবী রয়েছেন যাদের কাছে আল্লাহর অঙ্গীকার 'মৃত্যু' এখনো আসেনি। চার জন থেকে দু'জন আসমানে এবং অপর দু'জন জমিনে। তাদের মধ্যে হযরত খিজির আলায়হিস্ সালাম এবং হযরত ইলিয়াছ আলায়হিস্ সালাম জমিনে আর হযরত ইদ্রিস আলায়হিস্ সালাম ও ঈসা আলায়হিস্ সালাম আসমানে রয়েছেন।

খিজির (আ.)'র পরিচয়

খিজির আলায়হিস্ সালাম সম্পর্কে এত বেশি বর্ণনা বিভিন্ন কিতাবে বিশেষ করে তাফসির ও হাদিসের কিতাবে এসেছে। তার সঠিক নাম পরিচয় নির্ধারণ করা অনেক কঠিন। খিজির তাঁর নাম না উপাধি, তিনি নবী না অলী, এখনো জীবিত আছেন না ইনতিকাল করেছেন, এ ব্যাপারে বিশুদ্ধ উলামায়ে কেরামের মাঝে ব্যাপক মতবিরোধ রয়েছে। এমনকি পবিত্র ক্বোরআনে বর্ণিত ইলমে লাদুনী প্রাপ্ত মহান ব্যক্তি যার সাথে আল্লাহর জলিলুল কদর নবী হযরত মুসা আলায়হিস্ সালাম সাক্ষাৎ করেছিলেন তিনি আদৌ কি খিজির আলায়হিস্ সালাম না অন্য কেউ এ ব্যাপারেও মতভেদ আছে। কেউ কেউ বলেন তিনি একজন ফেরেশতা। নির্ভরযোগ্য বর্ণনা মতে তিনি ছিলেন হযরত খিজির আলায়হিস্ সালাম।

[রুহুল মা'নী, ৫ম খণ্ড, ৩১৯ পৃষ্ঠা]

খিজির নাম না উপাদি

কেউ কেউ বলেন খিজির নাম, উপাধি নয়। তবে নির্ভরযোগ্য বর্ণনা মতে খিজির উপাধি। তার নাম বলইয়া ইবনে মালিকান এবং কুনিয়ত বা উপাধি আবুল আব্বাস।

[আল্লামা সৈয়্যদ নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী (রহ.) খাযাইনুল ইরফান, উর্দ্দু, মুহাম্মদী কুতুবখানা বাংলাদেশ, ৪৩৬ পৃষ্ঠা এবং মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান কর্তৃক অনুদিত, ৫৪৭ পৃষ্ঠা]

হাকিমুল উম্মত মুফতী ইয়ার খান নঈমী রহমাতুল্লাহি আলায়হি, তাফসীরে নাঈমীর ১৫ খণ্ড, ৭০৩ পৃষ্ঠায় হযরত খিজির আলায়হিস্ সালাম এর বংশনামা এভাবে বর্ণনা করেছেন-

بليان بن ملكان بن فالغ بن عابر بن شالخ بن ارفخشد بن شام بن نوح عليه السلام-

আবার কারো কারো মতে, তাঁর নাম বানইয়া ইবনে মালকান। কারো কারো মতে, খেযরূন, মুআম্মার ইলইয়াস, আল্ ইয়াস ইত্যাদি।

[হিফজুর রহমান, কাছাছুল ক্বোরআন, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪০৯]

আর একটি অভিমত হচ্ছে যে- তিনি বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। অপর এক অভিমত তিনি শাহজাদা হন। তিনি পার্থিব মায়া ত্যাগ করে সংসার ত্যাগী আল্লাহ্ প্রেমিক বুযর্গদের জীবন অবলম্বন করেন।

[খাযাইনুল ইরফান, কৃত সৈয়্যদ নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী (রহ.)]

তবে অধিকাংশ মুফাস্‌সিরগণের মতে তিনি বনী ইসরাঈল থেকে ছিলেন না। এদের মধ্যে মুফতি ইয়ার খান নঈমী রহমাতুল্লাহি আলায়হিও আছেন। তিনি তাঁর বংশীয় নিসবত হযরত নূহ আলায়হিস্ সালাম এর দিকে করেছেন। যা ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আর আল্লামা ছানা উল্লাহ্ পানিপথী

রহমাতুল্লাহি আলায়হিও এ মতের পক্ষে। তিনি বলেন-

الختار عندى انه لم يكن من بنى اسرائيل لان موسى كان مبعوثا الى بنى اسرائيل اجمعين فلو كان الخضرمنهم لكان من اتباع موسى والظاهر خلافه-

অর্থাৎ আমার নিকট পছন্দীয় অভিমত হলো তিনি (খিজির আলায়হিস্ সালাম) বনী ইসরাঈলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। কেননা হযরত মুসা আলায়হিস্ সালাম কে সমস্ত বনী ইসরাঈলের প্রতি প্রেরণ করা হয়েছিল। আর খিজির আলায়হিস্ সালাম যদি তাদের অন্তর্ভুক্ত হতেন, তা হলে হযরত মুসা আলায়হিস্ সালাম-এর উম্মত তথা অনুসারীদের মধ্যে খিজির আলায়হিস্ সালাম অন্তর্ভুক্ত হতেন। অথচ বাস্তবতা তো তার বিপরীত। [তাফসীরে মাজহারী: ১৬ খণ্ড, ৬২ পৃষ্ঠা]

ছহি বোখারীর অন্যতম প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যকারী আল্লামা বদরুদ্দীন আয়নী হানাফী রহমাতুল্লাহি আলায়হি ওমদাতুল ক্বারী শরহে ছহি বোখারীতে বলেন- হযরত খিজির আলায়হিস্ সালাম জীবিত আছেন, এখনো ইনতিকাল করেন নাই। এই অভিমতকে অধিকাংশ মুহাক্কিক ওলামায়ে কেরামের প্রসিদ্ধ অভিমত তিনি হিসেবে উল্লেখ করেছেন বিধায় অধিকাংশ সুফিয়ায়ে কেরাম ও আউলিয়ায়ে এজাম এ মতকে গ্রহণ করেছেন। আমাদের চট্টগ্রামসহ অনেক অঞ্চলে মুরব্বীগণ খাজা খিজিরের নামে ফাতেহা খানীর ব্যবস্থা করে থাকেন, এতে ইসলামী শরিয়তের দৃষ্টিতে কোন অসুবিধা নাই। যেহেতু জিন্দা ও মৃত সকলের জন্য ফাতেহা খানী ও ইছালে সওয়াবের ব্যবস্থা করতে ক্বোরআন-সুন্নাহয় নিষেধাজ্ঞা নেই। সুতরাং তা জায়েয ও ভাল।

✍ **মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্ আল্ হাসান**
নানুপুর, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।

প্রশ্ন: হজ বা ওমরাহ করতে গেলে মসজিদে নববীতে যাওয়া ফরয না ওয়াজিব? যদি ফরয বা ওয়াজিব না হয় তাহলে হজ বা ওমরাহ্ আল্লাহর নিকট কবুল হবে কি? আর শরিয়ত মতে নবীর জিয়ারত করার বিধান কি? ক্বোরআন-হাদিসের আলোকে জানিয়ে কৃতজ্ঞ করবেন।

উত্তর: মসজিদে নববীতে গমন করা এবং নবী করিম হুযূরপুর নূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র রওজা পাক যিয়ারত করার ও ওমরাহ পালনের সফরে নবীজির রওজা পাক যিয়ারত করা উম্মতের জন্য হজ ও ওমরাহ্ মহান আল্লাহর দরবারে কবুল হওয়ার জন্য এক বিরাট ওসিলা। মসজিদে নববীতে নামায আদায়ে রয়েছে অনেক ফজিলত। হজ ও ওমরাহ্ পালন কালে নবী করিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র পবিত্র রওজায়ে যিয়ারত না করা বড় বদনসীবি। এবং নবীজির নারাজীর অন্যতম কারণ। আর এটা দ্বারা নবীজিকে কষ্ট দেওয়া হয়। যেমন শরহে লুবাব ও কামেল নামক গ্রন্থে উল্লেখ আছে হযরত ইবনে আদী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত নবী করিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন- من حج البيت ولم يزرنى فقد جفانى অর্থাৎ যে ব্যক্তি বায়তুল্লাহ্ শরীফের হজ করল আর আমার যিয়ারত করল না সে আমাকে কষ্ট দিল। ইমাম দারকুতনী সহ হাদিসের ইমামগণ এ জাতীয় অনেক হাদিস স্বীয় সংকলিত হাদিসের কিতাব সমূহে বর্ণনা করেছেন।

অন্য রেওয়ায়তে আছে- من وجد سعة ولم يزرنى فقد جفانى অর্থাৎ যে ব্যক্তি মদিনা শরীফ পর্যন্ত পৌঁছার সামর্থ রাখে আর সে আমার যিয়ারত করেনি (অর্থাৎ শুধু হজ ও ওমরাহ্ পালন করে চলে গেল) সে আমাকে কষ্ট দিল।

উল্লিখিত বর্ণনা দ্বারা বুঝা গেল হজ ও ওমরাহ্ আদায় করার প্রাক্কালে নবীজির রওজা পাক যিয়ারত না করে স্বীয় বাসস্থলে বা অন্যত্র চলে আসা মূলত প্রিয় নবীর অন্তরে আঘাত দেওয়ার নামান্তর। নবীজির অন্তরে কষ্ট ও আঘাত দেওয়া মানে আদায় কৃত হজ ও ওমরাহ এবং নেক আমলগুলকে নষ্ট করে দেওয়া।

শোফায়ূস্ সেকামে ইমাম সুবকি (রহ.) মদিনায়ে পাকে অবস্থিত প্রিয় নবীর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) রওজা শরীফ যিয়ারতের ফজিলত ও গুরুত্ব সংক্রান্ত অনেক হাদিস বর্ণনা করেছেন। ইমাম আবদুর রজ্জাক রহমাতুল্লাহি আলায়হি, ইমাম কামাল উদ্দীন ইবনে হুম্মাম রহমাতুল্লাহি আলায়হি এবং ইমাম দারকুতনী

রহমাতুল্লাহি আলায়হিসহ অনেক ইমাম বর্ণনা করেছেন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন- من زار قبرى وجبت له شفاعتى অর্থাৎ যে ব্যক্তি আমার কবর রওজা শরীফ যিয়ারত করল তার জন্য আমার সুপারিস ওয়াজিব/ অবধারিত হয়ে গেল।

[ফতহুল কদির, শেফায়ূস্ সেকাম ও দারকুতনী]

তাই ফিকহ্ ও হাদিসের ইমামগণ প্রিয় রাসূলের রওজায়ে আকদসের যিয়ারতকে ইবাদত সমূহের মধ্যে আফজল তথা সর্বোত্তম ইবাদত এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভের সর্বশ্রেষ্ঠ ওসিলা বলে ফতোয়া/ফায়সালা প্রদান করেছেন। এবং এ ফতোয়ায় হানাফী, শাফেয়ী মালেকী ও হাম্বলী মাজহাবের সকলেই তথা সত্যনিষ্ঠ হক্কানী ইমামগণ ঐক্যমত পোষণ করেছেন। হানাফী মাজহাবের অন্যতম ফকিহ কামাল উদ্দীন ইবনে হুম্মাম রহমাতুল্লাহি আলায়হি ফতহুল কদিরে সামর্থবানের জন্য জীবনে একবার রওজা শরীফের যিয়ারত ওয়াজিবের কাছাকাছি বলে উল্লেখ করেছেন। সাথে সাথে প্রিয় নবীর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) রওজায়ে পাকের যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করাকে সর্বোত্তম সফর ও উত্তম নেক আমল বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। সুতরাং যারা নবীজির রওজা শরীফ যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করা না জায়েয মনে করে এবং ছলে-বলে কৌশলে রওজা শরীফের যিয়ারত হতে উম্মতকে দূরে রাখার অপচেষ্টা করে, আর এ জাতীয় কথা বলে নবীজির রওজা যিয়ারত করা হজের অংশ নয় মদিনা শরীফ প্রিয় নবীর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) রওজা যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করিও না- মসজিদে নববীতে নামাযের উদ্দেশ্যে সফর করিও। এরা মূলত গুমরাহ, পথভ্রষ্ট এবং নজদী-ওহাবী তথা নবীর দুশমনদের দোসর। এদের খপ্পর ও ষড়যন্ত্র হতে বেঁচে থাকার জন্য সফল ঈমানদারের নিকট আহ্বান রইল। নতুবা এরা ঈমান-আমল উভয়টা ধ্বংস করে ফেলবে।

✍ **মুহাম্মদ আবদুল ওয়াদুদ**
বাঁশগাড়ী, বাঞ্ছারামপুর, বি-বাড়িয়া।

প্রশ্ন: ১. একই পরিবারে বা যৌথ পরিবারে বাবা সহ ৩ বা ৪ ছেলে সন্তান আয়-রোযগার করে, কেউ বিদেশে বা কেউ দেশে ব্যবসা বাণিজ্য করে, ছেলেদের নামে ও টাকা পয়সা বা জমি-জমা আছে যা নিসাব পরিমাণ হবে, তাহলে তাদেরকে কয়টি কুরবানি করতে হবে? একটি গরুতে অন্যদের সাথে মিলে একটি অংশ শরিক হলে হবে কি না?

২. নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক নয় এমন ব্যক্তির যদি সমিতি থেকে সুদে, কিস্তিতে কর্জ নিয়ে টাকা যোগাড় করে কুরবানি করে তাদের ব্যাপারে শরিয়তের হুকুম কি?

উত্তর: ১. কারো কাছে কুরবানি দিবসে নিসাব পরিমাণ সম্পদ থাকলে তার উপর কুরবানি করা ওয়াজিব হয়। ইসলামী শরিয়তের দৃষ্টিতে নিসাবের পরিমাণ হল সাড়ে সাত ভরি স্বর্ণ বা সাড়ে বায়ান্ন ভরি রূপা বা সম পরিমাণ টাকা। কোন পরিবারের যে সদস্যদের কাছে উক্ত নিসাব পরিমাণ অর্থ থাকবে তার উপর কুরবানি ওয়াজিব হবে এবং পরিবারের একাধিক সদস্য নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হলে তারা প্রত্যেকের নামে নামে কুরবানি করবে। উক্ত যৌথ পরিবার তাদের সদস্য সংখ্যা অনুযায়ী পৃথক অথবা অন্যপরিবারের সাথে মিলে কুরবানি করলেও হবে। আর পরিবারের সকলের উপর কুরবানি ওয়াজিব না হলেও পরিবারের কর্তার সামর্থ থাকলে উত্তম হল একটি গরু বা মহিষ ক্রয় করে পরিবারের দুই/তিন জন সামর্থবান ওয়াজিব কুরবানিকারীদের সাথে হুযূরে আকরাম নবী করিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামসহ নিজের জীবিত বা মরহুম মুরব্বীদেরকে কুরবানিতে শামিল করা। এবং তাদের পক্ষে এটা নফল কুরবানি হবে। এতে মুস্তাহাবও নফলের সওয়াব অর্জিত হবে। অথবা কুরবানি দাতা ইচ্ছা করলে স্বীয় না বালেগ ছেলে-মেয়েদেরকে কুরবানিতে শামিল করতে পারবে। তবে মনে রাখতে হবে একটি গরু, মহিষ বা উটে সাত জনের চেয়ে যেন বেশি না হয়।

[রদ্দুল মুহতার কুরবানি অধ্যায় কৃত: আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী হানাফী রহ. ইত্যাদি]

উত্তর: ২. নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক না হলে কুরবানি করা ওয়াজিব হয় না। তারপরও কেউ যদি ধার/কর্জ করে নৈকট্য অর্জন ও ইবাদতের নিয়তে কুরবানি করে তা নফল কুরবানি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হবে অবশ্যই সওয়াব অর্জিত হবে। তবে শর্ত হল কুরবানির পশু কেনার টাকা যেন হালাল উপার্জন থেকে হয়। আর কোন সমিতি বা প্রতিষ্ঠান হতে সুদের ভিত্তিতে কিস্তিতে পরিশোধ করার শর্তে টাকা ধার করে কুরবানি করা শরিয়ত সমর্থিত/ইসলামি শরিয়ত কর্তৃক অনুমোদিত নয় এবং সুদী কারবারে জড়িত হওয়া অবৈধ ও অপরাধ। আরো উল্লেখ থাকে যে, অবৈধ ও হারাম উপার্জন যেমন সুদের টাকা আর একজনের টাকা চুরি-ডাকাতি বা আত্মসাত করে অথবা অন্যের জায়গা-জমি, বাড়ি-ভিটা জোরপূর্বক জুলুম অত্যাচার করে দখল করে এ জাতীয় অবৈধ সম্পদ দিয়ে আল্লাহর নামে কোরবানি করা হারাম। এ অবৈধ ও হারাম টাকা/সম্পদ দ্বারা কুরবানি করা এবং ছদকা ও দান-খায়রাত করা সম্পূর্ণ নাজায়েজ ও মারাত্মক গুনাহ। প্রিয় নবী সরওয়ারে কায়েনাত সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন পাক-পবিত্রতা ছাড়া নামায হয় না আর খেয়ানত তথা অবৈধ উপার্জন দ্বারা সদকা হয় না।

[আল্ হাদিস, জামে তিরমিযি কৃত: ইমাম আবু ঈসা তিরমিযি (রহ.) ১ম খণ্ড তাহারাত অধ্যায় ও বাহারে শরিয়ত কুরবানি অংশ কৃত: ছদরুশ্ শরিয়া মুফতি আমজাদ আলী হানাফী (রহ.) ইত্যাদি]

✍ **কাজী মুহাম্মদ সাজেদুল হক**
ঢাকা

প্রশ্ন: ফ্ল্যাট বাড়িতে (১০ জন মালিক) জরুরী দরকার মিটাতে কিছু টাকা (ধরা যাক ৩ লাখ) ব্যাংকে রেখে দেয়া হয়। বছর শেষে এ টাকার উপর যাকাত দিতে হবে কি না। উল্লেখ্য প্রত্যেক ফ্ল্যাটের মালিকই যাকাত দাতা।

২. আমরা জানি নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক বালেগ-ব্যক্তির জন্যে কুরবানি করা ওয়াজিব। লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে কিছু লোক তাদের অপ্রাপ্ত বয়স্ক না-বালেগ ছেলে-মেয়ের নামেও কুরবানি করে থাকে। এটাকি সঠিক? কুরবানি মৃত মা-বাবা, দাদা-দাদীর নামে দেয়া উত্তম নাকি না-বালেগ ছেলে-মেয়ের নামে দেয়া উত্তম।

উত্তর: ১. স্বাধীন মুসলমান নর-নারী বালেগ/বালেগা জ্ঞানসম্পন্ন এবং নিসাব পরিমান সম্পদের মালিক হলে এবং তা এক বছর পূর্ণ হলে নিসাব পরিমাণ সম্পদের চল্লিশ ভাগের এক ভাগ যাকাত দেয়া ফরজ। যৌথভাবে ব্যাংকে জমা রাখা টাকা শরীকদারের মধ্যে বন্টন করলে তা যদি নিসাব পরিমাণ অর্থের সমপরিমাণ হয় অথবা হাতে থাকা টাকা অন্য সম্পদের সাথে যোগ হয়ে নিসাব পরিমাণ হয় তবে যাকাত দিতে হবে। ফ্ল্যাট মালিকগণ যেহেতু মালেকে নিসাব তারা জমাকৃত অর্থ নিজেদের সম্পদের সাথে যোগ করেও যাকাত আদায় করতে পারবে। আর বর্তমান বাজার মূল্য (আমাদের দেশে) আনুমানিক রৌপ্য প্রতিভরি/তোলার দাম এক হাজার টাকা হিসেবে সাড়ে বায়ান্ন হাজার টাকা নিসাব পরিমাণ সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হবে।

উত্তর: ২. স্বাধীন-মুক্বীম মুসলিম বালেগ নর-নারী যিনি মালেকে নেসাব তার উপর কুরবানি দেওয়া ওয়াজিব। তবে হ্যাঁ মৃত মা-বাবা ও অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে-মেয়ের নামেও কুরবানি দেওয়া জায়েজ। তা হবে নফল ও মোস্তাহাব তথা সওয়াব ও পুণ্যময়। মৃত মা-বাবা যদি ছেলে-সন্তানদেরকে তাদের নামে কুরবানি করার অসিয়ত করে যায় এবং তারা সম্পদ রেখে যান তা আদায় করা ওয়াজিব। তাছাড়া প্রিয় নবী হযরত রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এবং স্বীয় পীর-মুর্শিদ ও আউলিয়ায়ে কেরামের নামে কুরবানি করাও অনেক উত্তম ও সৌভাগ্যের বিষয়। কেননা হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম একটি কুরবানি উম্মতের জন্য আদায় করতেন। এর বর্ণনা মেশকাত শরীফ সহ বিভিন্ন হাদিস গ্রন্থে বিদ্যমান। সুতরাং কুরবানি দাতা স্বীয় ওয়াজিব কুরবানির সাথে একটি বা দুটি গরু, মহিষ, উটে স্বীয় মরহুম মা-বাবা, না-বালেগ, ছেলে-মেয়ে, প্রিয় নবী সরকারে দু'আলাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এবং আউলিয়ায়ে কেরামের নামে নফল হিসেবে কুরবানি আদায় করতে পারবে। তবে একটি গরু/মহিষে সাত জনের চেয়ে যেন বেশী নাম না হয়। ফিকহ্-ফতোয়ার নির্ভরযোগ্য কিতাব সমূহে স্বীয় না-বালেগ ছেলে-মেয়েদের নামে কুরবানি আদায় করাকে বিশেষভাবে

উল্লেখ করা হয়েছে। অবশ্য কোন কুরবানি দাতা যদি স্বীয় মা-বাবা জন্মদাতা হিসেবে এবং তাদের ইহসান স্মরণ করে না-বালেগ ছেলে-মেয়ের পক্ষে কুরবানি আদায় না করে মা-বাবার নামে এবং রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর নামে নফল হিসেবে কুরবানি আদায় করে তা অনেক উত্তম হবে। যেহেতু মা-বাবার ইহসান আল্লাহ্-রাসূলের পরেই স্বীকৃত। আর উম্মতের উপর প্রিয় নবীর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) ইহসান মা-বাবার চেয়ে অনেক বেশী। নিয়তের উপরই সওয়াব ও কল্যাণ নির্ভরশীল। উদ্দেশ্য নেক ও ভালো হলেই ইবাদত-বন্দেগী আল্লাহর পবিত্র দরবারে কবুল হয় এবং ইবাদত-বন্দেগী নামায-রোযা, হজ্ব, যাকাত, কুরবানি প্রিয় নবীর উসিলায় কবুল হবে। ইনশাআল্লাহ্।

[কিতাবুল আশবাহ্ ওয়ান্নাযায়ের কৃত: ইমাম ইবনে নুজাইম মিসরী হানাফী (রহ.), গমজু উয়ূনিল বাছায়ির শরহুল আশবাহ ওয়ান্নাযায়ের কৃত: ইমাম যুহুমুভী হানাফী (রহ.), কিতাবুল হেদায়া কৃত: ইমাম ফরগানী মরগিনানী (রহ.), ফতহুল কদির শরহুল হেদায়া কৃত: ইমাম ইবনুল হুম্মাম হানাফী (রহ.) ইত্যাদি]

মুহাম্মদ তৈয়বুল হাসান (ফোরকানী)
ছাত্র: জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া, চট্টগ্রাম।

প্রশ্ন: আমরা জানি, মসজিদে বসে দুনিয়াবী কথা বলা হারাম। জনৈক লোক মসজিদে বসে ইংরেজী গণিত পড়ায় । তাকে নিষেধ করলে তিনি বলেন, অনেক মসজিদে আলেমরা গণশিক্ষা দেন। এগুলো শরিয়তের দৃষ্টিতে জায়েয আছে কিনা?

উত্তর: মসজিদ পবিত্র স্থান যা একমাত্র আল্লাহর ইবাদতের জন্য নির্মিত ও নির্ধারিত। তাই মসজিদে অনর্থক, অপয়োজনীয় ও বাজে কথা-বার্তা বলা হারাম এবং গুনাহ। তবে মসজিদে শরিয়ত-তরিকতের এবং ইলমে দ্বীনের দীক্ষা বা পাঠ দান করাতে কোন অসুবিধা নেই। তাই ক্বোরআন-সুন্নাহ্, ইলমে তাফসীর ইলমে ফিকহ তথা উলুমে দ্বীনিয়ার সাথে পাক-পবিত্র ও সুন্দর পরিবেশে উলুমে দুনিয়াবিয়া তথা বাংলা-ইংরেজী, অংক, সমাজ-ভূগোল অন্যান্য বিষয়ে পাঠদান করাতে অসুবিধা নেই। তবে জুমা-জমাতের এবং মুসল্লিদের ইবাদতে যেন ব্যাঘাত না হয় এবং মসজিদের পবিত্রতা যেন নষ্ট না হয় এদিকে লক্ষ্য রাখা অপরিহার্য। তাছাড়া ইলমে দ্বীন অর্জন করা যেহেতু ফরয তাই মসজিদে ইলমে দ্বীনের দরস দেয়া শরিয়ত সম্মত। বাংলা- ইংরেজী, অংক ইত্যাদি সহায়ক হিসেবে শিক্ষা দেয়া যায়।

মুহাম্মদ আবু সুফিয়ান
শীতল ঝর্ণা, অক্সিজেন, বায়েজিদ, চট্টগ্রমা।

প্রশ্ন: খারেজী-রাফেযী-নজদী ওহাবীদের পেছনে নামায আদায় করলে হবে না কেন? তারাও নবীর সুন্নাত পালন করে। তবে কেন তাদের ইমামতিতে নামায শুদ্ধ হবে না? বিস্তারিত জানালে উপকৃত হব।

উত্তর: খারেজী-রাফেযী-নজদী ওহাবীরা বাহ্যিকভাবে লেবাসে পোশাকে প্রিয়নবীর সুন্নাত পালন ও ক্বোরআন হাদিস মতে জীবন গড়ার দাবী করলেও মূলত তারা মৌলভী আশরাফ আলী থানভীর লিখিত 'হিফজুল ঈমান, মৌলভী রশীদ আহমদ গাঙ্গুহীর 'ফতোয়া-ই রশীদিয়া' ও মৌলভী কাসেম নানুতবীর 'তাহযীরুন নাস' ও মৌলভী ইসমাইলের লিখিত ঈমান বিধ্বংসী 'তাকবীয়াতুল ঈমান' এবং তাদের রচিত অন্যান্য ঈমান বিধ্বংসী পুস্তকের যে সব বর্ণনা ও মন্তব্য যেমন প্রিয় নবীর ইলমে গায়ব তথা অদৃশ্য জ্ঞানের কি বৈশিষ্ট্য? এ ধরণের অদৃশ্য জ্ঞান গরু-ছাগল চতুস্পদ জন্তু এমনকি প্রত্যেক পাগলেরও আছে (হিফজুল ঈমান) রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম শেষ নবী নন বরং শ্রেষ্ঠ নবী (তাহযীরুন্নাস) ইত্যাদি যা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের হক্কানী ওলামায়ে কেরাম ও সম্মানিত মুফতিগণ ক্বোরআন-সুন্নাহ্-ফিকহ-ফতোয়ার দৃষ্টিতে কুফরী বলে ফায়সালা প্রদান করেছেন। তা তারা বিশ্বাস করে। এসব পুস্তক ও বিভ্রান্তিকর কিতাবের কুফরি আক্বীদা মূলক কথা-বার্তা সত্য বলে বিশ্বাস করার দরুন এসব ভ্রান্ত দলের অনুসারীদের আক্বীদা-বিশ্বাস কুফরীর পর্যায়ভুক্ত। বিধায় তাদের পেছনে নামায পড়া হারাম। এ ধরনের বদ আক্বীদা পোষণকারী মৌলভীর পেছনে নামায না পড়ার জন্য হুজুর পুরনূর সাহেবে লওলাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন তিনি (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন-

لاتصلوا معهم (বদ আক্বীদা পোষণকারী লোকের পেছনে নামায পড় না) যেমন 'গুনিয়া' নামক ফিকহ গ্রন্থে উল্লেখ আছে- 'আক্বীদাগত ফাসিক, আমলতগত ফাসিক থেকেও মারাত্মক। তাই তাকে ইমাম বানানো মাকরূহ-ই তাহরীমা, যদি তার ফিসকও গোমরাহী কুফরী পর্যন্ত না গড়ায়। হ্যাঁ যদি তার বদ আচরণ ও গোমরাহী কুফরী পর্যন্ত পৌঁছে যায় তবে তার পেছনে ইকতিদা করা অবশ্যই জায়েয নেই বরং হারাম। আর দুররে মুখতারে ইমাম আলাউদ্দীন খাচকফী হানাফী (রহ.) বর্ণনা করেছেন- 'যে নামায মাকরূহে তাহরীমার সাথে আদায় হবে তা পুনরায় আদায় করা ওয়াজিব। [দুররে মুখতার: ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩০৭]

সুতরাং আমাদের দেশের ওহাবী খারেজীগং যেহেতু মৌলভী আশরাফ আলী থানভী, মৌলভী রশীদ আহমদ গানঙ্গুহী ও মৌলভী কাসেম নানুতবী প্রমুখের কুফরী আক্বীদা সমূহ মনে প্রাণে সত্য বলে বিশ্বাস করে থাকে। তাই তাদের পেছনে ইকতিদা করা জায়েয নেই। ভুলে করে থাকলে ওই নামায আদায় হবে না। বরং পুনরায় আদায় করতে হবে। আর জেনে শুনে তাদের পেছনে ইকতেদা করলে তাদের দলভুক্ত হয়ে যাবে। নজদী খারেজী, ওহাবীদের কুফরী আক্বীদা সম্পর্কে অবগত হওয়ার জন্য আ'লা হযরত আজিমুল বরকত মুজাদ্দিদে মিল্লাত ইমাম আহমদ রেযা রহমাতুল্লাহি আলায়হি-এর "হুসামুল হেরেমাইন এবং মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমীর 'জা'আল হক' পড়ার অনুরোধ রইল।

মুহাম্মদ বোরহান উদ্দীন ইবনে মাওলানা গাজী মুহাম্মদ আবদুস্ সবুর আলকাদেরী
ছাত্র: চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রশ্ন: কোন জিনিসের ক্রয়মূল্য বিশ টাকা। কিন্তু ঐ জিনিস পচিশ টাকা দামে বিক্রয়ের জন্য ক্রেতাকে যদি এর ক্রয়মূল্য চব্বিশ টাকা বলা হয় তা কি ইসলামের দৃষ্টিতে জায়েয বা বৈধ হবে? ইসলামী শরিয়া অনুযায়ী উত্তর দানের আবেদন রইল।

উত্তর: মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে বেচা-বিক্রি করা ইসলামী শরিয়তের দৃষ্টিতে না জায়েজ-হারাম এবং কবিরা গুনাহ। এ সম্পর্কে বিশিষ্ট সাহাবী হযরত মুয়াজ বিন জাবাল রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে- তিনি এরশাদ করেছেন, 'সব চেয়ে পবিত্র উপার্জন ওই ব্যবসয়ীর উপার্জন, যে ব্যবসায়িক লেন-দেনের ক্ষেত্রে মিথ্যার আশ্রয় নেয়না। আমানতের খেয়ানত করে না এবং ওয়াদা করলে তা ভঙ্গ করে না। খরিদকৃত বস্তুর দোষ চর্চা করে না এবং বিক্রি করবে এমন বস্তুর বেশী প্রশংসা করে না।' [শুআবুল ঈমান]

অপর এক হাদিসে বর্ণিত আছে হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন- "কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা ওই ব্যবসায়ীর সাথে কথা বলবেন না অর্থাৎ কৃপা দৃষ্টি দিবেন না, যে মিথ্যা শপথ করে তার ব্যবসায়িক পণ্য বিক্রয় করে।"
[সহীহ মুসলিম শরীফ]

সুতরাং অতিরিক্ত মূল্য আদায়ের জন্য ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে মিথ্যা বলা নাজায়েয, গর্হিত এবং বড় গুনাহের অন্তর্ভুক্ত।

[সহীহ মুসলিম ও শরহে মুসলিম কৃত: ইমাম নবভী (রহ.) বেচা-কেনা অধ্যায় ইত্যাদি]

মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম
কুলগাঁও, বায়েজিদ, চট্টগ্রাম।

প্রশ্ন: একটি পরিবার একটি গরু দিয়ে কোরবানি করল এবং কুরবানির গরুর গোশত থেকে সামান্য পরিমাণ গরীব-মিসকিনকে, আর সামান্য পরিমাণ (কয়েক কেজি) আত্মীয়-স্বজনকেও প্রদান করল। আর বাকি সব পরিবারের জন্য রেখে দিল। অথচ হাদিসে পাকে উল্লেখ রয়েছে কুরবানির গোশতকে তিন ভাগ করে এক ভাগ গরীব-মিসকিনকে, একভাগ আত্মীয়-স্বজনকে দেবে এবং একভাগ নিজের পরিবারের জন্য রাখবে। উপরে উল্লেখিত বিবরণ অনুযায়ী গোশত বন্টন করলে কুরবানি আদায়ে কোন অসুবিধা হবে কিনা? ইসলামী শরিয়তের আলোকে জানানোর আবেদন রইল।

উত্তর: বর্ণিত নিয়ম অনুসারে কুরবানি পশুর গোশত হাদিসে তিন ভাগ করে একভাগ গরীব-মিসকিনের জন্য, একভাগ আত্মীয়-স্বজনের জন্য, আর একভাগ নিজের জন্য রাখা বা বন্টন করা মুস্তাহাব। অবশ্য কুরবানির পশুর গোশত সবটাই আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে অথবা সবটা গরীব-মিসকিনদের মাঝে বন্টন করে দেওয়াও জায়েয। অথবা সবটা নিজের

পরিবারের জন্যেও রেখে দিতে পারবে। সর্বাবস্থায় কুরবানি আদায় হয়ে যাবে।

তবে নিয়ত হতে হবে আল্লাহর রাস্তায় কুরবানি আদায় করার, গোশত খাওয়ার নয়। যেহেতু গোশত খাওয়ার নিয়তে কুরবানি করলে কুরবানি শুদ্ধ হবে না। অবশ্য অসিয়ত বা মান্নতের কুরবানি আদায় করা হলে তখন সমস্ত গোশত গরীব-মিসকিন ও অসহায়ের প্রতি সদক্বাহ্ করা ওয়াজিব। অসিয়ত ও মান্নতের কুরবানি হতে সামান্য অংশও নিজ পরিবারের কেউ খেতে পারবে না।

[কুরবানি অধ্যায়, কিতাবুল হিদায়া, ফতহুল কদির এবং ফতোয়ায়ে আলমগীরি ইত্যাদি]

✍ **হাফেজ মুহাম্মদ ইমরান হোসাইন**
ছাত্র: জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া।

প্রশ্ন: হালাল/কুরবানির পশুর কোন কোন অংশ খাওয়া হারাম বা অবৈধ। নাড়ি-ভূড়ি ও অন্ত্র খাওয়ার ব্যাপারে কি হুকুম? ইসলামী শরিয়তের আলোকে জানিয়ে ধন্য করবেন।

উত্তর: মুসলমান যদি আল্লাহর নাম নিয়ে হালাল জন্তু জবেহ করে, যেমন গরু, মহিষ, উট, দুম্বা, ভেড়া, ছাগল ইত্যাদি তার গোশত খাওয়া জায়েয বা বৈধ। তবে এমন কিছু অংশ আছে যা খাওয়া শরিয়তের বিধান মতে মাকরূহে তাহরীমি বা হারাম। ফতোয়ায়ে আলমগীরিতে তথা ফতোয়ায়ে হিন্দিয়ায় ৭টি অংশকে হারাম বলা হয়েছে। যেমন- 'হালাল প্রাণীর হারাম অংশ হলো ৭টি। যথা: প্রবাহিত রক্ত, পুরুষাঙ্গ, অন্ডকোষ, স্ত্রী প্রাণীর যৌনাঙ্গ, গোদ গোদ, মূত্রনালী এবং পিত্ত। [ফতোয়ায়ে হিন্দিয়া]

হাদিসে পাকে ঘৃণ্য অংশসমূহকে মাকরূহ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন- হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, "রাসুলে আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম জবেহকৃত ছাগলের সাতটি (৭) অংশকে অপছন্দ করতেন;" ফোকাহায়ে কেরাম জবেহকৃত হালাল প্রাণীর অন্যান্য ঘৃণ্য অংশ সমূহ নিরূপন করেছেন। আ'লা হযরত ইমাম শাহ্ আহমদ রেযা খান রাহমাতুল্লাহি আলায়হি হানাফী মাযহাবের বিভিন্ন কিতাবের উদ্ধৃতি উপস্থাপন পূর্বক জবেহকৃত হালাল প্রাণীর মাকরূহে তাহরীমি হিসেবে চিহ্নিত অংশসমূহের নাম সহ উল্লেখ করেছেন। হালাল জন্তুর সব অংশ হালাল তবে কিছু অংশ খাওয়া হারাম তথা মাকরূহে তাহরীমি। তা ২২টি আর তা হলো ১. রগের প্রবাহিত রক্ত, ২. পিত্ত, ৩. মূত্র থলি, ৪. পুরুষাঙ্গ, ৫. স্ত্রী প্রাণীর যৌনাঙ্গ, ৬. অন্ডকোষ, ৭. গোদ গোদ, ৮. মেরুদণ্ডের মগজ, ৯. ঘাড়ের শাহী (বড়) রগ, ১০. কলিজার রক্ত, ১১. তিল্লী তথা প্লীহার রক্ত, ১২. গোশতের রক্ত, যা গোশত থেকে বের হয়। ১৩. হৃদপিণ্ডের রক্ত, ১৪. পিত্তের তিক্ত রক্ত যা পিত্তে রয়েছে। ১৫. নাকের জমাটকৃত শ্লেষা, ১৬. পায়খানার রাস্তা, ১৭ নাড়ি-ভূড়ি, ১৮. অন্ত্র, ১৯. বীর্য, ২০. এমন বীর্য যা রক্তে পরিণত হয়েছে, ২১. এমন বীর্য যা গোশতের বড় টুকরায় পরিণত হয়েছে, ২২. এমন বীর্য যা পূর্ণাঙ্গ একটি প্রাণীতে পরিণত হয়েছে। এবং মৃত বের হয়েছে অথবা জবেহ ব্যতীত মরে গেছে। [ফতোয়ায়ে রজভীয়া: ২০তম খণ্ড, ৩৬ পৃষ্ঠা]

উল্লেখিত অংশ সমূহের অধীনে অন্ত্র এবং নাড়িভূঁড়িও রয়েছে বিধায় উভয়টা খাওয়া মাকরূহে তাহরীমি যা খাওয়া থেকে বিরত থাকা প্রত্যেক মুমিনের উপর আবশ্যক। যদি কেউ জেনে শুনে মাকরূহ খাদ্য খেয়ে থাকে অবশ্যই সে গুনাগার হবে। এ বিষয়ে মাসিক তরজুমান ২০১২ জিলহজ্ব সংখ্যায় প্রশ্নোত্তর বিভাগে বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে।

[ফতোয়ায়ে রজভীয়া কৃত: আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান রহমাতুল্লাহি আলায়হি]

✍ **সৈয়দ আহমদ রেযা**
কুলগাঁও, বায়েজিদ, চট্টগ্রাম।

প্রশ্ন: নামাযে একাগ্রতা অর্থাৎ খুশু ও খুজু বজায় রাখা জরুরী। কিন্তু নামায আদায়কালে এই একাগ্রতা হাসিলের উপায় কি? অনেক সময় নামাযরত অবস্থায় একাগ্রতা ও খুশু-খুজু নষ্ট হয়ে যায়। একজন নামাযীর এব্যাপারে করণীয় কাজ কি কি? জানালে খুব আনন্দিত হব।

উত্তর: নামাযের মধ্যে খুশু-খুজু বা ভেতর-বাইরের একাগ্রতা একান্ত প্রয়োজন। খুজু ও খুশু ব্যতিরেকে নামায আদায় করলে সে নামায আল্লাহর দরবারে কবুল হওয়া নিশ্চিত নয়। নামাযে একাগ্রতা লাভের

জন্য প্রথমে ক্বোরআন-হাদিস ও সুন্নাতসম্মত পন্থায় ভালোভাবে পবিত্রতা অর্জন করতে হবে এবং নামাযের প্রতিটি বিধি-বিধান আদায়ে যত্নবান হতে হবে। নামাযের আদব-কায়েদা-নিয়ম-শৃঙ্খলার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। ফলে নামাযের মধ্যে একাগ্রতা লাভ করা সম্ভব হবে। বিশেষ করে কোন ছহি তরিকার সুন্নি কামিল পীরের হাতে বায়আত গ্রহণের মাধ্যমে পীরের নির্দেশমত সিলসিলার কাজ/সবক আদায় করলে তাঁর বরকতেও নামাযসহ যাবতীয় সৎকার্যে নিষ্ঠা ও আন্ত রিক একাগ্রতা সৃষ্টি হয়। এ বিষয়ে একান্ত আন্ত রিকতা ও নামাযের প্রতি ভক্তি ও আদব অবশ্যই জরুরি। তাছাড়া নামায আদায়কালে এদিক-সেদিক না দেখে দাঁড়ানো অবস্থায় সিজদার স্থানের প্রতি, রুকু অবস্থায় পায়ের পাতার উপর, সিজদায় নাকের অগ্রভাগে এবং তাশাহুদের সময় কোলের দিকে দৃষ্টি নিবন্ধ রাখার চেষ্টা করতে হবে। মহান আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে দেখছেন বা আমি আল্লাহ্ তা'আলাকে দেখতে পাচ্ছি এ অনুভূতি নিয়ে একান্ত বিনয় সহকারে নামায আদায় করলে নামাযে একাগ্রতা সৃষ্টি হয়। অবশ্যই নামাযীর মর্যাদাগত স্তর ভেদে নামাযে 'খুশু, খুজু'-এর মধ্যেও বিস্তর পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। তাই সুফিয়ায়ে কেরাম ও তাসাউফ বিশারদগণ নামাযকে তিন প্রকারে ভাগ করেছেন- সাধারণ লোকের নামায, বিশেষ লোকের নামায, বিশেষের মধ্যে অতি বিশেষ লোকের নামায- এ তিন প্রকারের মাধ্যমে নামাযীর মর্যাদাও স্তর পৃথক হয়ে যায়। এখানে শুধু সাধারণ লোকের নামাযের কথা বর্ণনা করা হলো। গাজ্জালীয়ে জমান নায়েবে আ'লা হযরত প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন আল্লামা শাহ্ আহমদ সাঈদ কাযেমী রহমাতুল্লাহি আলায়হি 'ফলসফায়ে নামায' তথা নামায দর্শন কিতাবে এবং যুগের প্রখ্যাত হাদিস-তাফসির বিশারদ হযরত শাহ্ ওয়ালি উল্লাহ্ মুহাদ্দিসে দেহলভী রহমাতুল্লাহি আলায়হি 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা' কিতাবে আসরারুচ ছালাত অধ্যায়ে নামাযের আরকান-আহকাম আসরার খুশু-খুজু, একাগ্রতা ও আদব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এ নিয়মে নামায আদায় করলে উক্ত নামায হাদিসের ভাষায় মুমিনের মেরাজ, জান্নাতের চাবি ও কবরের আলোতে পরিণত হবে। আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা আমাদের সকলকে খুশু-খুজু ও একাগ্রতার সাথে পঞ্জেগানা নামায নিয়মিত আদায় করার তাওফিক দান করুন। আমিন।

✍ **এন এম বেলাল**
টেরী বাজার, চট্টগ্রাম

প্রশ্ন: ১. কুরবানির পশু জবাহ করার সময় যাদের পক্ষ হতে কুরবানি দিবে তাদের নাম উল্লেখ করতে হবে কিনা? গরু, মহিষ, উট, ছাগল ও ভেড়া, কোন পশুতে কত অংশ কুরবানি দিতে পারবে। বিস্তারিত জানালে উপকৃত হব।

২. ইসলামী শরিয়তের পরিভাষায় আক্বীক্বা কি? এটা জন্মের কত দিনের মধ্যে পালন করবে সুনির্দিষ্ট কোন অভিমত আছে কিনা, ও কুরবানির পশুর সাথে আক্বীক্বা দিলে এর হুকুম কি?

উত্তর: এ সংখ্যায় প্রকাশিত কুরবানির জরুরি মাস'আলা বিভাগ দেখার অনুরোধ রইল।

দু'টির বেশি প্রশ্ন গৃহীত হবেনা। একটি কাগজের পূর্ণপৃষ্ঠায় প্রশ্ন লিখে নিচে প্রশ্নকারীর নাম, ঠিকানা লিখতে হবে। প্রশ্নের উত্তর প্রকাশের জন্য উত্তরদাতার সাথে ব্যক্তিগত যোগাযোগ বাঞ্ছনীয় নয়। প্রশ্ন পাঠানোর ঠিকানা: প্রশ্নোত্তর বিভাগ, মাসিক তরজুমান, ৩২১, দিদার মার্কেট (৩য় তলা), দেওয়ান বাজার, চট্টগ্রাম-৪০০০।